গুজরাট বনাম বা. বা. ও বা বা বু

অণ কর্মকার

গোধরা পরবর্তী ঘটনার গুজরাটে পরিকল্পিত সংখ্যালঘু নিধনের রেশ এখনও কাটেনি। দাঙ্গার ইতিহাসে গুজরাটের নাম বহুদিন লেখা থাকবে। বহু মানুষ আশ্রয়হীন। শরণার্থী শিবিরের আশেপাশে ঘুরলে এখনও শোনা যাবে স্বজনহারানো মানুষের চাপা কান্না। আর এ সবের মাঝেই ঘটে গেল গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন। যাবতীয় জল্পনা-কল্পনাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে বিজেপি এখন সেখানের গদিতে স্ব-মহিমায় বিরাজমান, উল্লসিত বিজেপি। উল্লসিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উল্লসিত হিন্দুত্বের ঠিকাদারি নেওয়া তাদের শাখা সংগঠনগুলি। তোগাড়িয়ারা এখন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে বদ্ধপরিকর। তাতে যদি সংখ্যালঘু নিধনের পরিসংখ্যান আরও কিছু বেড়ে যায় ক্ষতি নেই। বেঙ্কাইয়া নাইডু তার স্বভাবসিদ্ধ ইংরাজিতে জানিয়ে দিয়েছেন আসন্ন কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তারা গুজরাটের লাইন প্রয়োগ করবেন। বাজপেয়ী থেকে আদবানী পর্যন্ত তাবড় বিজেপি নেতাদেরও অভিন্ন মত। স্বভাবতই বিরোধী শিবির তথা অসাম্প্রদায়িকরা বিব্রত। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি অনেকের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা তো দূরের কথা, এখন তার বাড়-বাড়ন্ত। চলছে বিশ্লেষণের পালা।

ভারতে দাঙ্গার ইতিহাসে গুজরাট নবতম সংযোজন। দীর্ঘ দিন ধরে চলা এই দাঙ্গা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। সুপরিকল্পিত এই দাঙ্গায় উগ্র হিন্দুত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সংখ্যালঘু নিধনের মধ্য দিয়ে। চলেছে লুটপাট, ধর্ষণ, গর্ভস্থ সন্তানও রেহাই পায়নি। আর এ সবই ঘটেছে প্রত্যক্ষ প্রশাসনের মদতে। সংবাদপত্রের নানা প্রতিবেদনে তা ধরা পড়েছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমও পিছিয়ে ছিল না। সুপরিকল্পিত গণহত্যার নানা ঘটনা ধরা পড়েছে 'আজ তক' বা 'স্টার নিউজ' এর মতো চ্যানেলগুলির নানা প্রতিবেদনে। সক্রিয় প্রশাসনের স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়েছে বার বার।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও পিছিয়ে ছিল না। ক্রিয়া থাকলে তার প্রতিক্রিয়া থাকবেই। এ ব্যাপারে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই অগ্রণী, গোধরা পরবর্তী গুজরাটের দাঙ্গায় তারও ব্যতিক্রম নেই। তৈরি হয়েছে একাধিক কমিটি, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে নির্মিত হয়েছে তথ্যচিত্র। অনেক লিটল ম্যাগাজিন গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে বিশেস সংখ্যা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা। সময়ের এই দলিলরচনা বাঙালির পক্ষেই সম্ভব।

এ কথা স্বীকৃত, সংবাদপত্র জগতে সাংবাদিক ছাড়াও এখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর নিয়মিত আনাগোনা শু হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে তাদের নানা লেখা ইতিমধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ছাড়াও কিছু বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়াজনিত নানা ধরনের প্রতিবাদী লেখনী কয়েকটি সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, তেমন রয়েছেন প্রথতযশা সাহিত্যিক, এমন কি পোড়খাওয়া বিপ্লবীও। বলা বাহুল্য, এদের অধিকাংশের গায়ে রয়েছে বামপন্থী তকমা, যদিও তা নানার রঙের। যেহেতু বুদ্ধিজীবীরাও সমাজের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু সমাজের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁরাও যে আরও দশজনের মত আলোড়িত হবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; এবং এই সব বুদ্ধি জীবীদের মূল অস্ত্র যেহেতু তাদের হাতের কলম, সুতরাং সেই কলমের ব্যবহারও আশ্চর্যের নয়।

আর এখানেই কিছু প্রশ্ন এসে যায়, এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার কম। যদিও সরকারি কর্তারা অন্য কথা বলেন। আর সাক্ষর হলেই যে, কোনও মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী যে কোনও ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। ফলে বুদ্ধিজীবীর কথা অনেক সময়ই বেদবাক্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে সেই বুদ্ধিজীবী যদি হন বিখ্যাত, তার মতের প্রভাব সমাজ জীবনে পড়তে বাধ্য। কংগ্রেস বিপন্নের পাশে দাঁড়ায়নি; ২৬ ডিসেম্বর, ২০০২ উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। মহাশ্বেতার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'আমি মূলত এবং প্রথমত লেখক, তাই নিজের মত জানিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছি।' এ কথা ঠিক সংসদীয় রাজনীতির কৌশল ও প্রয়োগে গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস পুরোপুরি ব্যর্থ। এ দেশে এখন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইয়ের প্রয়োগ কৌশল নির্ধারিত হয় নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে শক্তিসমূহকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে। যেন তাতেই বাজি মাৎ। এ ব্যাপারে ডান বাম সব দলই এক পথের পথিক। ফলে সত্যিকারের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন আজ পর্যন্ত দেখা গেল না। জানা যাক, মহাশ্বেতার মতের কথা। তিনি জানাতে ভোলেননি বিপদের সময় গুজরাটের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের যেখানে পুনর্বাসন ও তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত ছিল কংগ্রেস দলের, তারা তা পালন না করে সেখানের মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, অনেক ব্যর্থতাসত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদির টিকে থাকা। মহাশ্বেতা কিছুটা রাগতস্বরেই জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস নিবীর্য কাপুষ, না হলে জিততে, নয়ত ভোটে বিজেপি-র মার্জিন কমত। তার মতে,'গুজরাটের নির্বাচনে মোদির সুবিপুল জয়ে বিশাল সাহায্য করেছে একমাত্র বিরোধী দল কংগ্রেসের চূড়ান্ত ও অমার্জনীয় ব্যর্থতা। এই নির্বাচনী ফলাফলে অনেক, অনেক ভোটই তাদের, যারা নির্মমতম ফ্যাসিস্ত আক্রমণের শিকার।' কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, 'মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকে নরমপন্থী হিন্দুত্ব মাধ্যমে কংগ্রেস তাদের চরমপন্থী হিন্দুত্বের বিদ্ধে নির্বাচনী মোকাবিলা করতে গেল।' 'আমেচার হিন্দুত্ব' ভাঙিয়ে কংগ্রেসের ভোট চাওযাটাও মহাশ্বেতার চোখে অপরাধ।

সবিনয়ে জানাই এই 'মত' মানা গেল না। যদিও কারোর মানা না মানাতে মহাব্রতার কিছু যায় আসে না। কারণ তিনি 'মত জানিয়ে ক্ষান্ত'। যদি গুজরাটে বিজেপি-র বিদ্ধে কংগ্রেস 'অ্যামেচার হিন্দুত্বে'-র পরিবর্তে 'পেশাদার হিন্দুত্বে'-র পথ গ্রহণ করত, তাহলে কংগ্রেসের সাথে বিজেপির চরিত্রের কি মিল খুঁজে পাওয়া যেত না? কেউ কেউ বলছেন কংগ্রেস নাকি ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি খুঁজে পাওয়া সোনার পাথরবাটি পাওয়ার মতই বিস্ময়কর। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াও যায় কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল, তবুও তাদের সমর্থন করা কতটা যুক্তিযুক্ত? একটা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে আর একটা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে সমর্থন? যে দলটি দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশী সময় (জনতা সরকারের সময়টুকু বাদে) দেশটাকে শাসন করে গেল, যাদের অনুসৃত নীতির জন্য দেশটা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের মৃগয়া ক্ষেত্র, দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ন্যুনতম চাহিদাটুকু উধাও হয়ে যাচ্ছে, তাদের হয়ে সাফাই গাওয়াটা কি ঠিক? আবার যে দলের নেত্রী ১৯৭৫ সালে জরি অবস্থা জারি করে ভারতীয় গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর রোধ করেছিল, তাদের সমর্থন অবশ্য মহাব্রতা যে দল হিসাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বলছেন, ঐ লেখাটি পড়ার পর তার চরমতম শত্রুও করতে পারবে না। কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে তার উষ্মা প্রকাশ করাতে একটু সন্দেহ থেকেই যায়। সম্ভবত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করা গেল না বলে কি? আমরা তো ভুলে যাই নি সাতের দশকে ঐ কংগ্রেস দাঙ্গার নেতা-কর্মীরা কী ভাবে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে হাজার হাজার বামপন্থী কর্মীদের পাড়া ছাড়া করেছিল, নকশাল সন্দেহে বরানগর-কাশীপুর বারাসাত সহ পশ্চিমবাংলার প্রায় সর্বত্রই নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়ে ছিল। বিজেপি যদি ৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভেঙে, গোধরা পরবর্তী ঘটনায় গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারে—তাহলে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা হত্যা পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে যে ভাবে হত্যালীলা চালিয়ে ছিল, তা আমরা বিস্মৃত হবেন কেন? ভারতে নির্বাচনের ইতিহাসে দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের পরাজিত করা তো দূরের কথা, নির্বাচনে তারাই বেশি সাফল্য পেয়েছে-এটা নিশ্চয়ই মহাব্রতার অজানা নয়। ১৯৮৪ সাল শিখ দাঙ্গার পরে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যে হারে ভোট ও তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, তাতে বিরোধী দলের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে বিজেপির যে শক্তি বেড়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। লাল দূর্গ বলে পরিচিত দমদম লোকসভা কেন্দ্রেও দু'বার বিজেপির নির্বাচনী প্রার্থী জয়ী হয়ে যায়। সুতরাং গোধরার ঘটনার পর গুজরাটেও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, এটা নির্বাচনী ফলাফলেই পরিষ্কার। কেন বার বার একই ঘটনা ঘটছে সেটা এবার বিশ্লেষণের দরকার হয়ে পড়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের শাসনে সবচেয়ে বড় সাফল্য মানুষকে আন্দোলন বিমুখ করে তোলা। আর এই আন্দোলনবিমুখতাই মহাব্রতার ভাষায় কংগ্রেস দলের মত আমাদেরও 'কাপুষ', 'নিবীর্য' করে তুলেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা তুলে বামেদের মত আমরাও শত্রু মিত্র গুলিয়ে ফেলছি। ফলে সাম্প্রদায়িকতাসহ অন্যান্য বহু বিষয়ে বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়ার লড়াই? অনেক সময়ই পর্যবসিত হচ্ছে নিছকই এক অদৃশ্য ছায়ার বিদ্ধে লড়াই। তবে মহাব্রতা ভাগ্যবান। তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। কারণ তিনি মূলত 'লেখক'। আত্মগ্লানির 'জ্বালায়' তাকে ভুগতে হবে না। যেমনটি ভুগতে হয়েছিল। 'নাউ' পত্রিকায় থাকাকালীন সমর সেনকে। আমরা ভুলিনি কী ভাবে সরোজ আচার্যকে দিনের পর দিন একটি সংবাদপত্র কোনও কাজ না দিয়ে মাসের পর মাস মাইনে দিয়ে বসিয়ে রেখেছিলেন। মহাব্রতার তা বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়।

তবে আশার কথা শুনিয়েছেন আজিজুল হক। ঐ আজকালের পাতাতেই গত বৎসর ২১শে ডিসেম্বর সংখ্যায় 'মিঃ লিংডো শুনুন/বর্গি তৈরির দেশের কাহিনী শোনাই' রচনায়। বর্গিদের দেশে ঘুরে এসে তিনি গুজরাটের যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের বেদনার কথা জানিয়েছেন। ঐ লেখায়, এবং যেহেতু তিনি ভারতীয় বিপ্লবের এক সময়ের নিবেদিতপ্রাণ, এবং এখন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী। সুতরাং তার মনে হতাশার স্থান কোনওদিনই আসবে না, এটা ধরে নেওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'গুজরাট হবে ভারতীয় ফ্যাসিস্তদের গোরস্থান, হিটলারের জন্ম অবশ্যম্ভাবীরূপে স্তালিনদের সৃষ্টি করবে।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে বিনা গণআন্দোলনে কি করে স্তালিনদের সৃষ্টি করবে, সে প্রসঙ্গ নাই বা তোলা হল। এবার মনে হয় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে আজিজুলের তার দরকার নেই। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

কোনও কাজ না করে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্করহিত কিছু বুদ্ধিজীবীর বাণী দেবার প্রবণতা বাড়ছে। অন্যদিকে 'বামপন্থীদের' আচরণ ও আদবকায়দায় সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে মন্দির ও মসজিদে আত্মসমর্পণ করছে।

সোভিয়েৎ রাশিয়ার পতনের সময়, চেকোস্লোভাকিয়ায় ও মানিয়ায় কম্যুনিস্টদের পতনের সময় গির্জায় গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হয়েছিল, উল্লাসে মানুষ রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। এইভাবেই কি বিজেপি, আর এস্ এস্ বা হিন্দু পরিষদের পথ পরিষ্কার করছেন না তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি? কতদিন চলবে আত্মপ্রতারণা?

টীকা
বাবা (বামপন্থী বাঙালি)
বাবাবু (বামপন্থী বাঙালি বুদ্ধিজীবী)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com